Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 11-09-2026 22:25 Page 1

উদীয়মান অর্থনীতি
উদীয়মান সম্ভাবনা

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

২৪ ভাদ্র ।। ১৪৩৩।। শুক্রবার ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৫৮০ সংখ্যা ।। ৮পাতা

মহালয়ায় ইডেনে মোদির অনুষ্ঠানের জন্য সরছে রনজির ম্যাচ!

সুপ্রিম' ফরমানে শঙ্কিত ৯০ হাজার শিক্ষক! এসএসসি পর্ষদের কাছে 'টেট প্রশ্ন' স্কুল শিক্ষাদপ্তরের

ইরান সমর্থিত হাউথির হাতে মারণাস্ত্র 'এআই ক্লাউড'!

রাজ্যজুড়ে সক্রিয় ভুয়ো চিকিৎসক চক্র! ২ চিকিৎসককে কাঠগড়ায় তুলে স্বাস্থ্যদপ্তরে চিঠি

মমতার সভা নিয়ে সিদ্ধান্ত নয়, মাহেশের মাঠ-জট ফের মামলা সিঙ্গেল বেঞ্চে

নয়া জামানা ঃ শ্রীরামপুরে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভার অনুমতি নিয়ে মামলার নিষ্পত্তি হল না শুক্রবারও। প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ এদিন কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নিয়ে মামলাটি ফের সিঙ্গেল বেঞ্চে ফিরিয়ে দিয়েছে। মাহেশ জগন্নাথ মাঠ কর্তৃপক্ষের আবেদন বিবেচনা করে নতুন করে সিদ্ধান্ত নেবে একক বেঞ্চ। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে মামলার নিষ্পত্তির অনুরোধ জানানো হয়েছে।শুনানির শুরুতে রাজ্য সরকারের তরফে প্রস্তাব দেওয়া হয়, জিটি রোড থেকে ৭০০ মিটার দূরের জলকল মাঠে হাজার জনের জমায়েত নিয়ে সভা করুন মমতা। রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য জানান, জগন্নাথ মন্দির কর্তৃপক্ষ রাজি হলে মাহেশ মাঠে সভায় রাজ্যের আপত্তি নেই, তবে কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিচ্ছে না।বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর পর্যবেক্ষণ, জিটি রোড দিয়ে মাঠে প্রবেশ করলে যান চলাচলে চাপ পড়বে। প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, সিঙ্গেল বেঞ্চ আগেই মাহেশ মাঠে সভার অনুমতি দিলেও মাঠ কর্তৃপক্ষ কেন মামলায় যুক্ত ছিল না, এবং কেন তারা একক বেঞ্চে গিয়ে নির্দেশের পুনর্বিবেচনা চাইছে না।তৃণমূলের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের আপিল ত্রুটিপূর্ণ দাবি করে তা খারিজের সওয়াল করেন। তিনি বলেন, বিজেপির সংকল্প সভা, হর ঘর তিরঙ্গা, স্নানযাত্রা-সহ একাধিক কর্মসূচিতে পুলিশ অনুমতি দিলেও শুধু তৃণমূলকেই বঞ্চিত করা হচ্ছে।মাহেশ জগন্নাথ মাঠ কর্তৃপক্ষের আইনজীবী জিষ্ণু চৌধুরী জানান, আদালতের পরামর্শ মেনে তাঁরা একক বেঞ্চে রায়ের পুনর্বিবেচনা চাইতে পারেন।

বেআইনি নির্মাণ মামলায় আদালতের ভর্ৎসনার মুখে কেএমসি

নয়া জামানা ঃ রাজধানীতে বেআইনি নির্মাণ এবং কয়েক হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগের ডিভিশন বেঞ্চ। বালিগঞ্জ, বেলেঘাটা, মানিকতলা, রাজাবাজার এবং ক্যানেল ইস্ট রোড সংলগ্ন এলাকায় ৫০টিরও বেশি অনুমতিহীন বহুতল নির্মাণের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে মামলায়। জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া, কালো টাকা সাদা করা এবং বেআইনি বৈদেশিক মুদ্রা রূপান্তরের মতো গুরুতর অভিযোগও আনা হয়েছে।শুনানিতে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন

বেঞ্চ প্রশ্ন তোলে, এতদিন কেন স্বতঃপ্রণোদিত অনুসন্ধান করা হয়নি, যেখানে বেআইনি নির্মাণ রুখতে পুরসভা বা রাজ্যেরই পদক্ষেপ নেওয়ার কথা। কলকাতা পুরনিগমের তরফে আদালতে জানানো হয়, তারা বিস্তারিত তথ্য জমা দিতে চায়।তবে কলকাতা পুরসভার ভূমিকা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে আদালত। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, পুরকর্মী ও আধিকারিকরা বেতন পান কাজ করার জন্য, কাজ না করার জন্য নয়। পুরসভা কেন এতদিন উদ্যোগ নেয়নি এবং আদালতে সময় নষ্ট করার চেষ্টা করছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে প্রয়োজনে পুরকমিশনারকে তলব করার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে।আদালতের পর্যবেক্ষণ, চিহ্নিত ৪২টি-সহ একাধিক বেআইনি বহুতলের প্রকৃত মালিক কে বা কারা এই নির্মাণে টাকা ঢেলেছে, তার কোনও স্পষ্ট নথি নেই, নেই সামান্যতম অনুমতিও। বিপুল অঙ্কের অর্থ এই কাজে বিনিয়োগ হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠায় আদালত কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে প্রাথমিক অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছে।প্রয়োজনে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করে পুলিশ ও পুরসভার নথি সংগ্রহ করে এগোতে পারবে সিবিআই। আগামী ১৪ অক্টোবরের মধ্যে প্রাথমিক রিপোর্ট আদালতে জমা দিতে হবে তদন্তকারী সংস্থাকে।

ব্রিকস সম্মেলনে শুভেন্দু! নৈশভোজে পুতিন-জিনপিংয়ের পাশে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী

নয়া জামানা ঃ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে পা রাখতে চলেছেন শুভেন্দু অধিকারী। শনি ও রবিবার দিল্লির ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত হতে চলা ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে রাজধানী উড়ে যাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, শনিবার দুপুর বা বিকেলের দিকে দিল্লিতে পৌঁছবেন তিনি।তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর দেশে এটিই প্রথম বড় আন্তর্জাতিক সম্মেলন, যাতে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। মোদি সরকারের তরফে সম্মেলনে শামিল করা হয়েছে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকেও। প্রথম দিন সম্মেলন শেষে বিদেশি অতিথিদের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণপত্র ইতিমধ্যে পৌঁছেছে শুভেন্দুর কাছে বলে সূত্রের দাবি। সেই নৈশভোজে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের মতো রাষ্ট্রনেতাদের পাশাপাশি থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও।এদিকে শুভেন্দুর এই সফর ঘিরে রাজনৈতিক ও শিল্পমহলেও কৌতূহল তৈরি হয়েছে। সূত্রের খবর, দিল্লির কর্মসূচি সেরে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি চলে যেতে পারেন মুম্বই, যেখানে রিলায়েন্স কর্ণধার মুকেশ আম্বানির সঙ্গে তাঁর বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে।

শিল্পে লগ্নির বার্তা

বাংলায় ৫ হাজার কোটি বিনিয়োগের দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানাপ্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পূর্বতন সরকারের শিল্পে অনীহা নিয়ে বারবার আলোচনা হয়েছে গত ১৫ বছরে। ঘটা করে শিল্পবাণিজ্য সম্মেলন হলেও বিনিয়োগ কার্যত শূন্য!

এবার পালাবদলের পর সেই শিল্প নিয়ে আশা দেখাতে শুরু করেছে শুভেন্দু সরকার। তবে শুধু আশা নয়, বাস্তবে যে বিনিয়োগ আসছে, সেই চিত্র আরও পরিষ্কার হল শুক্রবার। এদিন সিটি সেন্টারে বিখ্যাত বস্ত্র বিপণন সংস্থার আউটলেট উদ্বোধন শিল্পবান্ধব বাংলার কথা তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।শুভেন্দু এদিন বলেন, বাংলায় ১৪০টি স্টোর খুলবে। এক-দেড় বছরের মধ্যে হয়ে যাবে। ওঁরা লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছে ৩ বছরের। পুরুলিয়ায় ১০০ একর জমি কিনেছে। সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট লাগাচ্ছেন। ওখানে ভূমিপুজোয় যাব। সবমিলিয়ে ১০০০ একর জমি কিনবেন ওঁরা। কর্মসংস্থান হবে। আগামী দিনে ৫ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ হবে। আমি ওঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। পূর্বতন সরকারের বিরুদ্ধে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগও তুলেছেন তিনি। কীভাবে রাজ্যে বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলিকে বাছাই করা হচ্ছে, তা-ও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, যে কোম্পানি বিনিয়োগ করতে আসছে তাদের বিশ্বাসযোগ্য কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ওই সংস্থা দুর্নীতির টাকায় চলছে কিনা তা দেখা হচ্ছে। শুধু ছবি তোলার জন্য নয়। আমরা সবদিক খতিয়ে দেখে শিল্প আনার চেষ্টা করছি।বলে রাখা ভালো, ইতিমধ্যে রাজ্যে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগের বার্তা দিয়েছে আমুল। হাওড়ার সাঁকরাইল ফুড পার্কে বিশ্বের অন্যতম বড় দই কারখানা গড়বে গুজরাতের এই সংস্থা।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 11-09-2026 22:25 Page 2

রক্তের গ্রুপের সঙ্গেও স্ট্রোকের সম্পর্ক কী

বেশি ঝুঁকিতে যারা

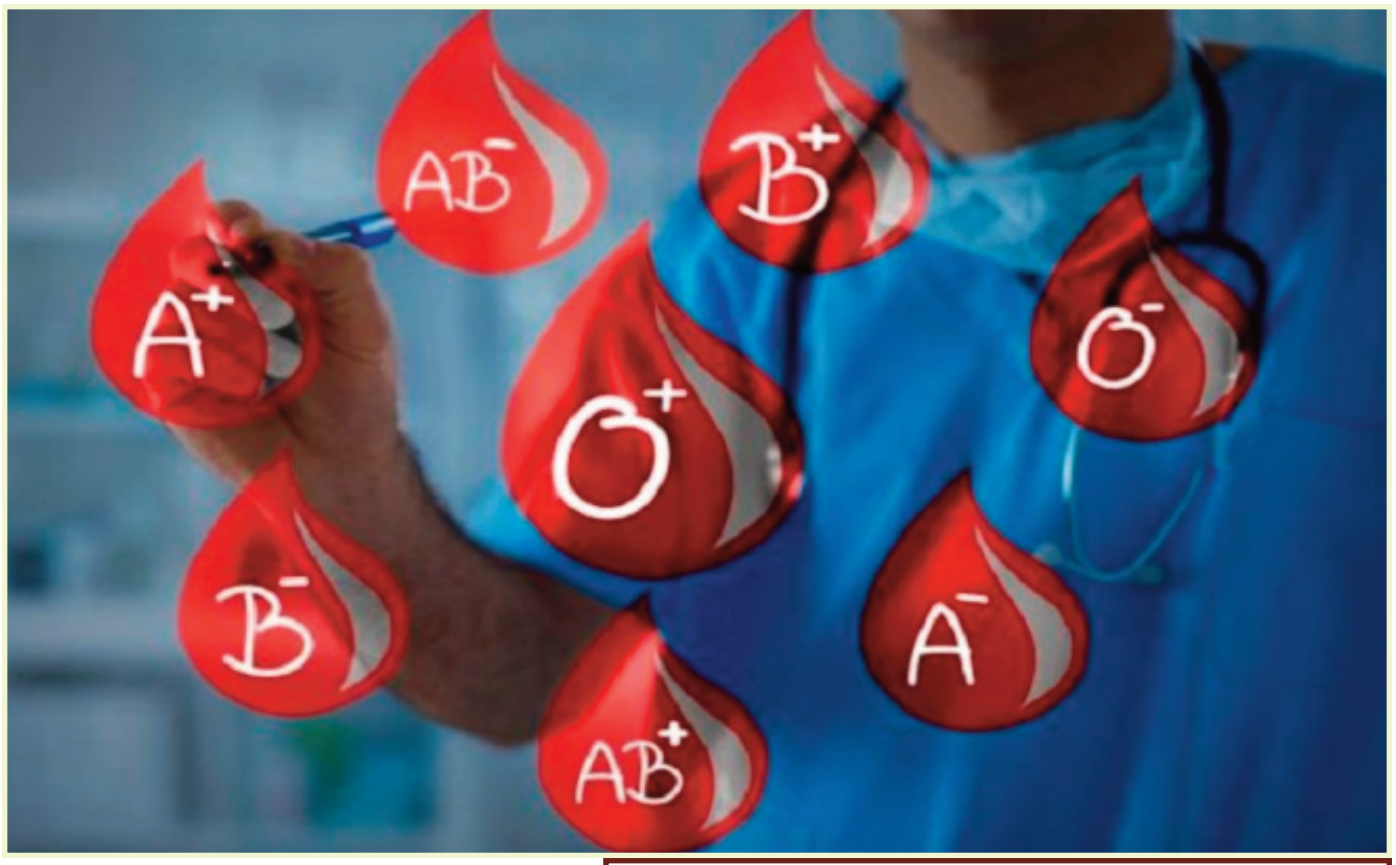

মানুষের জীবনপদ্ধতিতে পরিবর্তন এসেছে। আবহাওয়া ও খাবারে বদল এসেছে। সুস্থ থাকার উপাদানগুলো প্রকৃতি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। এসব কারণে রোগ বালাই বাড়ছে।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, হৃদরোগের পাশাপাশি স্ট্রোক এখন বৈশ্বিক মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ।প্রতি বছর হাজারও মানুষ হৃদরোগ ও স্ট্রোকে মারা যাচ্ছে।বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্ট্রোক হলে বেঁচে ফেরার সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে কম থাকে, আর যারা বেঁচে ফেরেন, তাদের অনেকেই আজীবনের জন্য পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন।চিকিৎসকদের মতে, উচ্চ রক্তচাপ, অতিরিক্ত কোলেস্টেরল, ধূমপান, ডায়াবেটিস, অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা;এসবই স্ট্রোকের বড় ঝুঁকির কারণ। পাশাপাশি অতিরিক্ত মদ্যপান, শারীরিক অনিষ্ক্রিয়তা, দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ, ঘুমজনিত ব্যাধি (যেমন স্লিপ অ্যাপনিয়া), এমনকি হৃদরোগও স্ট্রোকের আশঙ্কা বাড়াতে পারে। পরিবারের কারও স্ট্রোকের ইতিহাস থাকলে ঝুঁকি আরও বেড়ে যায়, তাই চিকিৎসকরা নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেন।সম্প্রতি এক গবেষণায় উঠে এসেছে নতুন ও চমকপ্রদ এক তথ্য। রক্তের গ্রুপও স্ট্রোকের ঝুঁকির সঙ্গে সম্পর্কিত। ২০২২ সালে নিউরোলজি জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা যায়, রক্তের ‘এ’ গ্রুপের একটি বিশেষ ধরন, ‘এ১’, থাকা ব্যক্তিদের ৬০ বছর বয়সের আগেই স্ট্রোক হওয়ার ঝুঁকি অন্যান্য রক্তের গ্রুপের তুলনায় প্রায় ১৬ শতাংশ বেশি।একই গবেষণায় আরও দেখা গেছে, ‘বি’ গ্রুপের রক্তের মানুষের ক্ষেত্রেও স্ট্রোকের সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে বেশি;প্রায় ১১ শতাংশ বেশি ঝুঁকি থাকে। অপরদিকে, যাদের রক্তের গ্রুপ ‘ও১’, তাদের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি ১২ শতাংশ কম।গবেষণাটি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। এতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগৃহীত ৪৮টি জেনেটিক গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়, যেখানে প্রায় ১৭ হাজার স্ট্রোক আক্রান্ত ব্যক্তি এবং ৬ লাখ সুস্থ মানুষের তথ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল। অংশগ্রহণকারীদের বয়স ছিল ১৮ থেকে ৫৯ বছরের মধ্যে।যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ুবিশেষজ্ঞ ও গবেষণার প্রধান লেখক ড. স্টিভেন কিটনার বলেন, আমরা এখনো পুরোপুরি নিশ্চিত নই কেন রক্তের ‘এ’ গ্রুপ স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়। তবে এটি সম্ভবত রক্ত জমাট বাঁধা, প্লাটলেটের কার্যকারিতা, রক্তনালির ভেতরের কোষ এবং কিছু নির্দিষ্ট প্রোটিনের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে।গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের বেশিরভাগই উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, জাপান, পাকিস্তান ও অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক ছিলেন। তবে ইউরোপীয় বংশোদ্ভূতদের সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি;প্রায় ৬৫ শতাংশ। তাই গবেষকরা বলছেন, ভবিষ্যতে আরও বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর ওপর গবেষণা করলে এই সম্পর্ক আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে।বিশেষজ্ঞদের মতে, রক্তের গ্রুপ পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, তবে স্ট্রোকের প্রধান ঝুঁকিগুলো নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তাই রক্তের গ্রুপ নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা, ধূমপান ত্যাগ, নিয়মিত শরীরচর্চা, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, ওজন নিয়ন্ত্রণ, পর্যাপ্ত ঘুম এবং অ্যালকোহল গ্রহণ সীমিত রাখার ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

যেসব লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত হাসপাতালে যেতে হবে;

মুখের এক পাশ বেঁকে যাওয়া

এক হাত বা এক পা দুর্বল বা অবশ হয়ে যাওয়া

কথা জড়িয়ে যাওয়া বা কথা বলতে না পারা

মানুষের জীবনপদ্ধতিতে পরিবর্তন এসেছে। আবহাওয়া ও খাবারে বদল এসেছে। সুস্থ থাকার উপাদানগুলো প্রকৃতি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। এসব কারণে রোগ বালাই বাড়ছে।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, হৃদরোগের পাশাপাশি স্ট্রোক এখন বৈশ্বিক মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ।প্রতি বছর হাজারও মানুষ হৃদরোগ ও স্ট্রোকে মারা যাচ্ছে।বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্ট্রোক হলে বেঁচে ফেরার সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে কম থাকে, আর যারা বেঁচে ফেরেন, তাদের অনেকেই আজীবনের জন্য পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন। চিকিৎসকদের মতে, উচ্চ রক্তচাপ, অতিরিক্ত কোলেস্টেরল, ধূমপান, ডায়াবেটিস, অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা;এসবই স্ট্রোকের বড় ঝুঁকির কারণ।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 11-09-2026 22:25 Page 3

বর্জ্য থেকে শিল্প-সোমানি সিরামিকস ও সিস্টার নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনব উদ্যোগ

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ ভাঙা টাইলস মানেই যে শুধুই বর্জ্য, সেই প্রচলিত ধারণাকেই বদলে দিল এক অভিনব উদ্যোগ। পরিত্যক্ত টাইলসকে শিল্পের ক্যানভাসে পরিণত করে পরিবেশবান্ধব সৃষ্টির বার্তা দিল সোমানি সিরামিকস লিমিটেড এবং নিউ টাউনের সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি।যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'ট্রান্সফর্মিং ব্রোকেন টাইলস ইনটু ট্রেন্ডসেটিং স্টাইল' প্রকল্পে বর্জ্য টাইলস পেয়েছে নতুন নান্দনিক পরিচয়।

প্রকল্পে অংশ নেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কিটেকচার অ্যান্ড প্ল্যানিং বিভাগের ২৩ জন শিক্ষার্থী।ফেলে দেওয়া ভাঙা টাইলস ব্যবহার করে তাঁরা তৈরি করেন নানা শিল্পকর্ম ও দৃষ্টিনন্দন ম্যুরাল। সৃজনশীলতার পাশাপাশি এই উদ্যোগে উঠে এসেছে পুনর্ব্যবহার, বর্জ্য হ্রাস এবং পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ বার্তা।সোমানি সিরামিকসের মার্কেটিং ও কমিউনিকেশন বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধান অংশুমান চক্রবর্তী বলেন,তরুণ প্রজন্মের মধ্যে পুনর্ব্যবহার ও পরিবেশবান্ধব ভাবনার প্রতি আগ্রহ অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। নির্মাণকাজের বর্জ্য কমানোর পাশাপাশি ব্যবহৃত উপকরণকে নতুনভাবে কাজে লাগানোর সংস্কৃতি গড়ে তোলা জরুরি বলেও তিনি জানান।অন্যদিকে, সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির আর্কিটেকচার অ্যান্ড প্ল্যানিং বিভাগের প্রধান পৌলমী ব্যানার্জি দাসের মতে, এই প্রকল্প শিক্ষার্থীদের বাস্তব পরিবেশে তাঁদের নকশা ও সৃজনশীলতার প্রয়োগের সুযোগ করে দিয়েছে।ভাঙা টাইলসের টুকরো জুড়ে তৈরি এই শিল্পকর্ম তাই শুধু সৌন্দর্যের নয় এ যেন ভবিষ্যতের জন্য টেকসই পৃথিবী গড়ারও এক প্রতীকী বার্তা।

টিকিটে জুগাড়, পেছনে স্ক্যাম

'ওয়েটিং হ্যায়'-এর ট্রেলারে টানটান মজা

নয়া জামানাঃ ট্রেনের টিকিট কাটতে গিয়ে ওয়েটিং লিস্টে আটকে যাওয়ার যন্ত্রণা ভারতীয়দের কাছে নতুন নয়। কিন্তু সেই চেনা সমস্যাকেই যদি ঘিরে তৈরি হয় এক অভিনব প্রতারণার জাল?হাসি, হুলুস্থুল আর চোর-পুলিশের টানটান লড়াই নিয়ে হাজির হচ্ছে নতুন MX Original সিরিজ 'ওয়েটিং হ্যায়'। সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে সিরিজটির ট্রেলার। পাটনার পটভূমিতে তৈরি এই সিরিজে মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন দিব্যেন্দু ও ভুবন অরোরা। দিব্যেন্দুর চরিত্র সুগম মিশ্র একজন রেলওয়ে কনস্টেবল। নতুন চাকরি, খিটখিটে বস এবং দাম্পত্য জীবনের টানাপোড়েন সামলাতেই যখন তিনি ব্যস্ত, তখনই তাঁর সামনে আসে এক অদ্ভুত রহস্য। অন্যদিকে ভুবন অরোরার আফরোজ হামজা একজন প্রযুক্তিবিদ,যে রেল টিকিট বুকিং ব্যবস্থার এক চোরাপথ আবিষ্কার করে ফেলে। মুহূর্তের মধ্যে কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে টিকিট কনফার্ম হতে শুরু করতেই সন্দেহ ঘনীভূত হয়।তদন্তে নামেন সুগম।এরপর প্রযুক্তি, দেশি জুগাড় আর বুদ্ধির লড়াইয়ে খুলতে থাকে একের পর এক রহস্যের দরজা। সমীর ভিদওয়ানস পরিচালিত সিরিজে রয়েছেন হর্ষিতা গৌর, কুমুদ মিশ্র, বিজয় মৌর্য, শ্রুষ্টি তারে ও সুনিতা রাজওয়ার। জ্যোতি দেশপান্ডে ও অজয় রাই প্রযোজিত 'ওয়েটিং হ্যায়'আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে Prime Video-তে বিনামূল্যে দেখা যাবে।

ইস্তফা উপাধ্যক্ষের

কাটল না সুরেন্দ্রনাথ আইন কলেজের অচলাবস্থা

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা ও অরাজকতার অভিযোগের মধ্যেই সুরেন্দ্রনাথ আইন কলেজের উপাধ্যক্ষ মহম্মদী তারান্নুম পদত্যাগ করলেন। বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে তাঁকে ঘেরাও করে রাখেন পড়ুয়ারা। সারারাত ঘেরাও থাকার পর শুক্রবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে ইমেলের মাধ্যমে পদত্যাগপত্র পাঠান তিনি। তবে পদত্যাগের কারণ নিয়ে তাঁর বক্তব্য ঘিরে ফের উত্তেজনা তৈরি হয়েছে কলেজে।প্রায় এক দশক ধরে উপাধ্যক্ষের দায়িত্বে থাকা মহম্মদী তারান্নুমের বিরুদ্ধে পড়ুয়াদের একাধিক অভিযোগ ছিল। তাঁদের দাবি, নিয়মিত ক্লাস করলেও হাজিরা খাতায় অনেক সময় সঠিকভাবে উপস্থিতি নথিভুক্ত করা হত না। কলেজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে গেলেও সমাধান মিলত না বলে অভিযোগ। এমনকী, তিনি সময়মতো কলেজে আসতেন না বলেও অভিযোগ করেছেন পড়ুয়ারা। তাঁদের অভিযোগ, উপাধ্যক্ষের এই ভূমিকার জেরে দীর্ঘদিন ধরে কলেজের শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হয়েছে।এই অভিযোগগুলির প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে উপাধ্যক্ষকে ঘেরাও করেন পড়ুয়ারা। অভিযোগ, ঘেরাও চলাকালীন তাঁকে খাবার ও জলও দেওয়া হয়নি। শুক্রবার সকালেও পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়নি। শেষ পর্যন্ত দুপুরে পদত্যাগ করেন তারান্নুম।তবে পরে সংবাদমাধ্যমের সামনে তিনি দাবি করেন,

স্বেচ্ছায় নয়, পড়ুয়াদের চাপে পড়েই পদত্যাগ করেছেন। তাঁর এই বক্তব্যের পর ক্ষোভ প্রকাশ করেন একাংশের ছাত্রী। তাঁদের দাবি, চাপ নয়, স্বেচ্ছাতেই পদত্যাগ করেছেন উপাধ্যক্ষ। এর সমর্থনে একটি ভিডিয়োও দেখান তাঁরা, যেখানে তারান্নুমকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগের কথা বলতে দেখা যাচ্ছে বলে তাঁদের দাবি।

ক্রিকেটের ক্রিজ ছেড়ে এবার ক্ষমতার খেলায় সেওয়াগ

নয়া জামানাঃ ব্যাট হাতে চার-ছক্কার ঝড় তুলেছেন বহুবার। এবার সেই নির্ভীক সেওয়াগই নামছেন একেবারে অন্য ইনিংসে!'রাইজ অ্যান্ড ফল' সিজন ২-এর সঞ্চালকের ভূমিকায় দেখা যাবে ভারতের প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার বীরেন্দ্র সেওয়াগকে।আর এই শোয়ের হাত ধরেই স্ট্রিমিং দুনিয়ায় তাঁর অভিষেক। বানিজে এশিয়া পরিচালিত এই রিয়্যালিটি শোয়ে এবার ১৫ জন তারকাকে নিয়ে তৈরি হয়েছে ক্ষমতা, কৌশল আর টিকে থাকার এক অভিনব লড়াই।কেউ থাকবেন বিলাসবহুল পেন্টহাউসে 'শাসক' হয়ে,আবার কেউকে সামলাতে হবে বেসমেন্টের কঠিন বাস্তবতা;'কর্মী' হিসেবে। অর্থ, ক্ষমতা, জোট আর কৌশলের প্রতিটি চালই বদলে দিতে পারে খেলার সমীকরণ। প্রোমোতেই সেওয়াগের স্বভাবসিদ্ধ রসবোধ ও তীক্ষ্ণ মন্তব্যের ঝলক মিলেছে।তাঁর কথায়, ক্রিকেটের মতোই এই খেলাতেও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কিছুই নিশ্চিত নয়। কখন আক্রমণ করতে হবে, কখন পিছিয়ে আসতে হবে সঠিক সময়ের সঠিক সিদ্ধান্তই হতে পারে জয়ের চাবিকাঠি। প্রাইম ভিডিয়ো জানিয়েছে, নতুন সিজন দর্শকদের জন্য আরও বেশি নাটকীয়তা,চমক ও কৌশলী লড়াই নিয়ে হাজির হবে।বিনামূল্যে দেখা যাবে প্রাইম ভিডিয়ো ও অ্যামাজন এমএক্স প্লেয়ার-এ।

ক্যামাক স্ট্রিটের তৃণমূল অফিস খালি করার নোটিশে হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূলের পার্টি অফিস খালি করার জন্য দমকল বিভাগের দেওয়া নোটিসের উপর স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা

হাই কোর্ট। শুক্রবার মামলার শুনানিতে বিচারপতি কৃষ্ণ রাও দমকল কর্তৃপক্ষকে ৪ সেপ্টেম্বর দেওয়া চিঠি কার্যকর না করার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে মামলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এদিন জানায়নি আদালত। আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর এই মামলায় নির্দেশ দেওয়া হবে।

জানা গিয়েছে, ৯, ক্যামাক স্ট্রিটের সপ্তম ও অষ্টম তলায় থাকা তৃণমূলের পার্টি অফিস ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খালি করার জন্য গত ২৫ অগস্ট বাড়ির মালিকের তরফে নোটিস দেওয়া হয়। সেই নোটিসের উপর কলকাতার সিটি সিভিল কোর্ট অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয়। এর পরেই ওই ভবনের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে নতুন নোটিস দেয় দমকল বিভাগ। দমকলের দাবি, পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ভবনের ওই অংশ অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে।

রাজ্যজুড়ে সক্রিয় ভুয়ো চিকিৎসক চক্র!

রাজ্যে সক্রিয় ভুয়ো চিকিৎসক চক্র! ভিন রাজ্যের ভুয়ো এমবিবিএস ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ব্যবহার করে পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসা করছেন 'ভুয়ো' চিকিৎসকরা। সেই ভুয়ো শংসাপত্র দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিল থেকে রেজিস্ট্রেশন নেওয়া হয়েছে। এমন ২ চিকিৎসকের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। এই অভিযোগ তুলে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়কে চিঠি লিখল প্রাইভেট হসপিটাল অ্যান্ড নার্সিং হোম অ্যাসোসিয়েশন। শুধু চিকিৎসা নয়, সরকারি প্রকল্প যোজনা 'স্বাস্থ্যসাথী'র (তৃণমূল আমলের প্রকল্প) অপব্যবহার হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, এই ভুয়ো চিকিৎসকের চিকিৎসার জন্য রোগীর মৃত্যুও হয়েছে! তদন্ত করে বিষয়টি দেখার অনুরোধ করেছে সংগঠন। অভিযোগ প্রমাণিত হলে অবিলম্বে রেজিস্ট্রেশন বাতিল ও ফৌজদারি মামলা দায়ের করার দাবি জানিয়েছে এই সংগঠন। স্বাস্থ্যদপ্তরের কাছে লেখা চিঠিতে দুই চিকিৎসকের নামে অভিযোগ জানানো হয়েছে। পূর্ব বর্ধমানের সেহরাবাজার নার্সিংহোমের চিকিৎসক শেখ শাহিদুল হক (রেজিস্ট্রেশন নং-ঢক্ষঞ্ছ -৮০১৯৮)। আরেক চিকিৎসক জুলফিকর মণ্ডল (রেজিস্ট্রেশন নং ঢক্ষঞ্ছ ৮৯০২১) এই দুই চিকিৎসক বিহার মেডিক্যাল কাউন্সিল থেকে এমবিবিএস পাসের শংসাপত্র দেখিয়ে পশ্চিমবঙ্গে রেজিস্ট্রেশন পেয়েছেন।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 11-09-2026 22:25 Page 4

স পাদকীয়

১১সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। শুক্রবার

কার হাতে রক্ত ?

একটি-দুটি নয়,প্রায় ২০টি বিড়াল।একের পর এক ক্ষতবিক্ষত দেহ। কোথাও গভীর আঘাতের চিহ্ন,কোথাও বিকৃত শরীর।আর প্রশ্ন একটাই; চেম্বুরের পাঞ্জরাপোলে এই মৃত্যুর মিছিলের নেপথ্যে কে?একটি সভ্য সমাজে এই প্রশ্নটি করার প্রয়োজনই যেন না হয়। কিন্তু বাস্তবতা আমাদের সেই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে।যারা নিজেদের সভ্য বলে দাবি করি, যারা আইন, মানবিকতা এবং নৈতিকতার কথা বলি, তাদের শহরেই যদি নিরীহ প্রাণীদের একের পর এক নির্মমভাবে হত্যা করা হয়, তাহলে সেই সভ্যতার আয়নাটা কোথায়?অভিযোগ অনুযায়ী, আগস্ট থেকেই মুম্বইয়ের চেম্বুরের পাঞ্জরাপোল এলাকায় একের পর এক বিড়ালের মৃতদেহ উদ্ধার হতে শুরু করে। পশু কল্যাণকর্মী রুবিনা পাঠান কয়েকটি বিকৃত মৃতদেহ উদ্ধার করেন।তারপরও থামেনি ঘটনা।সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে একসঙ্গে ছয়টি বিড়ালের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পরদিন আরও একটি মৃত বিড়াল এবং গুরুতরভাবে আহত একটি ছানাকে পাওয়া যায়।এটা কি নিছক দুর্ঘটনা? নাকি ধারাবাহিক নৃশংসতা?এই প্রশ্নের উত্তর এখন পুলিশের তদন্তেই মিলবে।কিন্তু তদন্ত যতক্ষণ না উত্তর দিচ্ছে, ততক্ষণ সমাজের প্রশ্ন থামতে পারে না। কারণ এখানে শুধু কয়েকটি প্রাণীর মৃত্যু হয়নি। যদি অভিযোগ সত্যি হয় তাহলে কোনও এক বা একাধিক ব্যক্তি দিনের পর দিন এমন নিষ্ঠুরতার সাহস পেয়েছেন। আর সেই সাহসের পেছনে কি ছিল আমাদের নীরবতা? আশপাশের মানুষ কি কিছু দেখেননি?কেউ কি সন্দেহ করেননি? কোনও নজরদারি ব্যবস্থা কি ছিল না? প্রশাসনের কাছে আগেই কি কোনও অভিযোগ পৌঁছেছিল?যদি পৌঁছে থাকে, ব্যবস্থা কোথায় ছিল?আর যদি পৌঁছেই না থাকে তাহলে কেন এমন একটি পরিবেশ তৈরি হল যেখানে নিরীহ প্রাণীদের ওপর ধারাবাহিক অত্যাচার নজর এড়িয়ে গেল ?

পশুপ্রেমী সংগঠন পিইটিএ ইন্ডিয়ার সহায়তায় রুবিনা পাঠান পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন।পুলিশ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩২৫ নম্বর ধারা এবং পশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইনের প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা করেছে।অর্থাৎ আইন তার নিজের জায়গা থেকে নড়েছে। কিন্তু শুধু মামলা করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না।এখন প্রয়োজন দ্রুত, নিরপেক্ষ এবং দৃশ্যমান তদন্ত।অভিযুক্ত কে,কীভাবে এই ঘটনাগুলি ঘটেছে,কতদিন ধরে ঘটছে,একাধিক ব্যক্তি জড়িত কি না প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর সামনে আসতে হবে। ঘটনাস্থলের নজরদারি ক্যামেরার ফুটেজ, প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য,উদ্ধার হওয়া প্রাণীদের ময়নাতদন্ত বা ভেটেরিনারি রিপোর্ট যে কোনও সম্ভাব্য প্রমাণ গুরুত্ব দিয়ে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।কারণ একটি বিড়ালের জীবন হয়তো মানুষের চোখে তুচ্ছ মনে হতে পারে।কিন্তু আইন এবং নৈতিকতার চোখে একটি প্রাণীর জীবনকে তুচ্ছ করে দেখার অধিকার কারও নেই।আর এখানেই প্রশাসনের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি।আজ যদি একটি অসহায় বিড়ালের ওপর অত্যাচারকে 'ছোট ঘটনা' বলে পাশ কাটানো হয় কাল সেই নিষ্ঠুরতা কোথায় গিয়ে থামবে?

অসম্পূর্ণ থাকার অধিকার

বাপন দেব লাড়ু

আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি, যখন জীবনকে শুধু বাঁচলেই হয় না, তাকে দেখাতেও হয়। কে কতটা সফল, কে কতটা সুখী, কে কোথায় ঘুরতে গেল, কে কী খেল, কে কী কিনল, কে কার সঙ্গে সময় কাটাল, আর কে কতটা সুন্দর ভাবে তার জীবনকে উপভোগ করছে, সবকিছুরই যেন প্রকাশ্য হিসাব দিতে হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সেই হিসাবের একটি বড় মঞ্চ। সেখানে মানুষ নিজের জীবনের আনন্দ, সাফল্য, অভিজ্ঞতা ও অর্জন ভাগ করে নেয়। এটি নিঃসন্দেহে যোগাযোগের নতুন সুযোগ তৈরি করেছে, দূরের মানুষকে কাছে এনেছে, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পথ খুলেছে। কিন্তু এর পাশাপাশি তৈরি হয়েছে নিজের জীবনকে অন্যের জীবনের সঙ্গে তুলনা করার একটি নতুন প্রবণতাও।

বাস্তব জীবন কি কখনও নিখুঁত হয়?

মানুষের জীবনে ব্যর্থতা থাকবেই, ভুল থাকবেই, অনিশ্চয়তাও থাকবেই, সম্পর্কের টানাপোড়েন থাকবেই, কখনও অর্থের অভাব থাকবেই, আবার কখনও আত্মবিশ্বাসেরও। কখনও নিজের কাছেই নিজেকে অপরিচিত বলে মনে হবে। এগুলো জীবনের ব্যতিক্রম নয়, বরং জীবনেরই স্বাভাবিক অংশ। অথচ আজকের সমাজ আমাদের শেখাচ্ছে, দুর্বলতা দেখানোই যাবে না। সবসময় আত্মবিশ্বাসী হতে হবে, সফল হতে হবে, সুন্দর দেখতে হবে, নিজের কর্মজীবনে এগিয়ে থাকতে হবে এবং একই সঙ্গে সুখীও দেখাতে হবে।এই 'সবসময় ভালো থাকার' চাপটি নিঃশব্দে মানুষের মানসিক জগতে গভীর প্রভাব ফেলছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সমস্যাটি মাধ্যমটির অস্তিত্বে নয়, বরং আমরা সেটিকে কীভাবে ব্যবহার করছি এবং তার প্রভাবকে কীভাবে সামলাচ্ছি, তার সঙ্গে বেশি সম্পর্কিত। সেখানে সাধারণত মানুষের জীবনের নির্বাচিত মুহূর্তগুলোই সামনে আসে। ফলে অন্যের সাফল্য, ভ্রমণ, সুন্দর সম্পর্ক কিংবা অর্জনের ছবি দেখতে দেখতে নিজের জীবনের স্বাভাবিক ব্যর্থতা ও অনিশ্চয়তাগুলো অনেক সময় বেশি প্রকট মনে হয়। কেউ নতুন বাড়ি কিনেছে, কেউ বিদেশে ঘুরতে গেছে, কেউ চাকরি পেয়েছে, কেউ ব্যবসায় সফল হয়েছে। আমরা তাদের জীবনের দৃশ্যমান সাফল্য দেখি, কিন্তু তাদের অদৃশ্য সংগ্রাম দেখি না। ফলে নিজের জীবনকে ক্রমশ ছোট মনে হতে থাকে। মনে হয়, সবাই এগিয়ে যাচ্ছে, শুধু আমি পিছিয়ে আছি।এই তুলনা একসময় আত্মঅসন্তোষে পরিণত হতে পারে। মানুষ নিজের 'অর্জন'কে আর 'অর্জন' বলে মনে করতে পারে না। একটি সাফল্যের পরেই আসে পরবর্তী সাফল্যের চাপ। একটি লক্ষ্য পূরণ হলেই আরেকটি লক্ষ্য সামনে দাঁড়ায়। বিশ্রাম তখন অলসতা, ধীরগতি তখন ব্যর্থতা এবং সাধারণ জীবন তখন যেন অযোগ্যতার প্রমাণ। তবে এই চাপের দায় শুধু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ওপর চাপিয়ে দিলেও সমস্যার পূর্ণ সমাধান হয় না। আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ, পারিবারিক প্রত্যাশা এবং সাফল্য সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাগুলিও এর জন্য দায়ী। আমরা অনেক সময় একজন মানুষকে তার পেশা, আয়, পরীক্ষার ফল, চেহারা কিংবা সামাজিক অবস্থান দিয়ে বিচার করি। ফলে ছোটবেলা থেকেই তৈরি হয় নিজেকে প্রমাণ করার এক নিরন্তর তাগিদ।সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, এই চাপ শুধু তরুণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। শিশু থেকে প্রবীণ, প্রত্যেক বয়সের মানুষই কোনো না কোনোভাবে 'পারফেক্ট' হওয়ার সামাজিক প্রত্যাশার মুখোমুখি। শিশুদের কাছে ভালো ফলের চাপ, তরুণদের কাছে ক্যারিয়ারের চাপ, মধ্যবয়সে অর্থ ও সামাজিক অবস্থানের চাপ, আর প্রবীণদের কাছে সুস্থ ও সক্রিয় থাকার চাপ। প্রত্যেক পর্যায়েই যেন একটি অদৃশ্য মানদণ্ড তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, যার সঙ্গে নিজেকে মেলাতে না পারলে মনে হয় আমরা ব্যর্থ।কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করা প্রয়োজন আমাদের কি সত্যিই নিখুঁত হতে হবে?সম্ভবত না।কারণ মানুষের সৌন্দর্য তার নিখুঁততায় নয়, তার অসম্পূর্ণতায়। যে মানুষ ভুল করে আবার শেখে, যে পড়ে গিয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়, যে নিজের দুর্বলতাকে স্বীকার করতে পারে, তার জীবনই হয়তো সবচেয়ে বাস্তব জীবন। সবসময় শক্ত থাকার প্রয়োজন নেই। কখনও ক্লান্ত হওয়া, থেমে যাওয়া, সাহায্য চাওয়া কিংবা নিজের মতো করে বেঁচে থাকাও মানুষের অধিকার।আমাদের সামাজিক মূল্যবোধেও তাই একটি পরিবর্তন প্রয়োজন। সন্তানকে শুধু জিজ্ঞেস করা উচিত নয়, কত নম্বর পেয়েছ? বরং জিজ্ঞেস করা দরকার, কেমন আছ? তরুণকে শুধু কী চাকরি করো? বলে বিচার না করে জানতে হবে, তুমি কি তোমার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট? আর একজন মানুষকে তার সম্পদ, সৌন্দর্য বা সাফল্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন না করে তার মানবিকতার ভিত্তিতে দেখতে শিখতে হবে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে তাই শত্রু হিসেবে দেখার প্রয়োজন নেই। বরং প্রয়োজন সচেতন ব্যবহার এবং বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার পার্থক্য বোঝা। একটি ছবি, একটি পোস্ট বা একটি সাফল্যের গল্প একটি মানুষের সম্পূর্ণ জীবন নয়। যেমন নিজের জীবনের খারাপ সময়কে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ না করাও স্বাভাবিক, তেমনই অন্যের আনন্দের মুহূর্ত দেখে তার পুরো জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়াও ঠিক নয়।তাই নিখুঁত জীবনের প্রতিযোগিতা থেকে একটু বেরিয়ে এসে নিজের বাস্তব জীবনকে গ্রহণ করা জরুরি। সব প্রশ্নের উত্তর আজই জানতে হবে না। সব স্বপ্ন একই সময়ে পূরণ হতে হবে না। প্রত্যেকের জীবনের গতি আলাদা, পথ আলাদা, গল্পও আলাদা।আমাদের নতুন করে শিখতে হবে, অসম্পূর্ণ হওয়া ব্যর্থতা নয়।বরং নিজের অসম্পূর্ণতাকে মেনে নিয়েও এগিয়ে চলার নামই জীবন। কারণ নিখুঁত মানুষ হয়তো কল্পনায় থাকে, কিন্তু অসম্পূর্ণ মানুষই বাস্তবে বাঁচে। আর হয়তো আমাদের সবচেয়ে বড় স্বাধীনতা হলো, অন্যের চোখে নিখুঁত হওয়ার চেষ্টা না করে নিজের চোখে সত্যিকারের মানুষ হয়ে ওঠা।

আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি, যখন জীবনকে শুধু বাঁচলেই হয় না, তাকে দেখাতেও হয়। কে কতটা সফল, কে কতটা সুখী, কে কোথায় ঘুরতে গেল, কে কী খেল, কে কী কিনল, কে কার সঙ্গে সময় কাটাল, আর কে কতটা সুন্দর ভাবে তার জীবনকে উপভোগ করছে, সবকিছুরই যেন প্রকাশ্য হিসাব দিতে হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সেই হিসাবের একটি বড় মঞ্চ। সেখানে মানুষ নিজের জীবনের আনন্দ, সাফল্য, অভিজ্ঞতা ও অর্জন ভাগ করে নেয়। এটি নিঃসন্দেহে যোগাযোগের নতুন সুযোগ তৈরি করেছে, দূরের মানুষকে কাছে এনেছে, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পথ খুলেছে। কিন্তু এর পাশাপাশি তৈরি হয়েছে নিজের জীবনকে অন্যের জীবনের সঙ্গে তুলনা করার একটি নতুন প্রবণতাও।বাস্তব জীবন কি কখনও নিখুঁত হয়?মানুষের জীবনে ব্যর্থতা থাকবেই, ভুল থাকবেই, অনিশ্চয়তাও থাকবেই, সম্পর্কের টানাপোড়েন থাকবেই, কখনও অর্থের অভাব থাকবেই, আবার কখনও আত্মবিশ্বাসেরও। কখনও নিজের কাছেই নিজেকে অপরিচিত বলে মনে হবে। এগুলো জীবনের ব্যতিক্রম নয়, বরং জীবনেরই স্বাভাবিক অংশ। অথচ আজকের সমাজ আমাদের শেখাচ্ছে, দুর্বলতা দেখানোই যাবে না।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 11-09-2026 22:25 Page 5

বন্যার জলে ভাসছে রতুয়া, বাঁধের ওপর হাজার হাজার মানুষের হাঁসফাঁস অবস্থা

নয়া জামানা, মালদহ ঃ গঙ্গা নদীর অস্বাভাবিক জলস্তর বৃদ্ধির ফলে মালদার রতুয়া-১ নম্বর ব্লকের মহানন্দটোলা ও বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। ইতিমধ্যেই এই দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ৪৩টি গ্রাম প্লাবিত হয়ে পড়েছে, যার ফলে জলবন্দি হয়ে পড়েছে কয়েক হাজার পরিবার। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসন ও ত্রাণ শিবির খোলা হলেও, বাস্তবচিত্রটা বেশ ভয়াবহ।অনেক পরিবার বাড়িঘর ছেড়ে সরকারি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিলেও, গবাদিপশু ও পরিবারের নিরাপত্তার কথা ভেবে বহু মানুষ বাধ্য হয়ে বাড়ির ছাদ, উঁচু রাস্তা বা বাঁধের ওপর পলিথিন টাঙিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। কিন্তু সেখানেও চরম দুর্ভোগ। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে বাঁধের ওপর আশ্রয় নিয়ে থাকা দুর্গতদের প্রধান ক্ষোভ ত্রাণের অভাব নিয়ে। অভিযোগ, সরকারি তরফে কিছু ত্রাণ বিতরণ করা হলেও তার পরিমাণ একেবারেই অপর্যাপ্ত এবং তা অধিকাংশ পরিবারের কাছে এখনও

পৌঁছায়নি।এর পাশাপাশি দুর্গত এলাকায় দেখা দিয়েছে তীব্র পানীয় জলের সংকট। বিদ্যুৎ পরিষেবা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকায় গোটা এলাকা অন্ধকারাচ্ছন্ন। চারপাশে জল জমে থাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত স্তব্ধ, বন্ধ রয়েছে স্থানীয় হাট-বাজারও। ফলে চাল, ডাল সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ও খাবারের চরম সংকট তৈরি হয়েছে।মহানন্দটোলার বাসিন্দা পঞ্চমি চৌধুরী আক্ষেপ করে জানান, টানা তিন বছর ধরে তাঁদের এই জলযন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে। এবারও ঘরের মধ্যে জল ঢুকে যাওয়ায় গবাদিপশু নিয়ে বাঁধেই ঠাঁই হয়েছে, অথচ মেলেনি কোনো সরকারি ত্রাণ। অন্যদিকে পশ্চিম রতনপুরের নাজমুল আলমের কথায়, জমিজমা সব জলের তলায়। প্রশাসন ত্রাণ শিবিরে যাওয়ার পরামর্শ দিলেও গবাদিপশু নিয়ে সেখানে থাকার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই, তাই চরম অনিশ্চয়তা ও খাবারের হাহাকার মাথায় নিয়ে বাধ্য হয়েই বাঁধের ওপর দিন কাটাতে হচ্ছে তাঁদের।

সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রীর বিতর্কিত ব্যঙ্গচিত্র পোস্ট, দলীয় কার্যালয়ে ক্ষমা চাইলেন বাঁকুড়ার যুবক

নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি বিতর্কিত ব্যঙ্গচিত্র পোস্ট করাকে কেন্দ্র করে চরম চাঞ্চল্য ছড়ালো বাঁকুড়ার কোতুলপুরে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কোতুলপুরের গোপালপুর গ্রামের বাসিন্দা চিরঞ্জিত মল্লিক সম্প্রতি নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে দেশের প্রধানমন্ত্রীর একটি ব্যঙ্গচিত্র পোস্ট করেন। বিষয়টি বিজেপি স্থানীয় নেতৃত্বের নজরে আসতেই শোরগোল পড়ে যায়। অভিযোগ, এরপরই ওই যুবককে কোতুলপুরের বিজেপি দলীয় কার্যালয়ে ডেকে পাঠানো হয়। সেখানে নিজের ভুল স্বীকার করে হাঁটু গেড়ে ও হাতজোড় করে ক্ষমা চান তিনি। পুরো ক্ষমা চাওয়ার দৃশ্যটি

ওই যুবকের নিজস্ব ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকেই লাইভ করা হয় বলে জানা গিয়েছে।এই ঘটনায় বিজেপির কোতুলপুর মণ্ডল সভাপতি জানান, দেশের প্রধানমন্ত্রীকে এভাবে অপমান করা একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না। তাঁর দাবি, বেকারত্বের হতাশা এবং কমিউনিস্টদের প্ররোচনায় পা দিয়েই ওই যুবক এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন পোস্ট করেছিলেন। তবে পরবর্তীতে নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি দেশবাসীর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছেন। ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেই বার্তা দিতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে বিজেপি নেতৃত্বের পক্ষে জানানো হয়।

অস্ত্রোপচারে ৩ বছরের শিশুর শ্বাসনালী থেকে বাদাম উদ্ধার, রক্ষা পেল প্রাণ

নয়া জামানা, পূর্ব বর্ধমান ঃ অস্ত্রোপচারে ৩ বছরের শিশুর শ্বাসনালী থেকে বাদাম উদ্ধার, রক্ষা পেল প্রাণ। পূর্ব বর্ধমানের কালনা থেকে আসা তিন বছরের এক শিশুর শ্বাসনালী থেকে চিনেবাদাম বের করে জীবন রক্ষা করলেন বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসকরা। বৃহস্পতিবার রাতে তীব্র শ্বাসকষ্ট নিয়ে শিশুটিকে নিয়ে আসা হলে তার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক হয়ে পড়ে।পরীক্ষা ও সিটি স্ক্যানের পর চিকিৎসকরা নিশ্চিত হন যে শিশুটির শ্বাসনালীতে আশঙ্কাজনকভাবে চিনেবাদামের টুকরো আটকে রয়েছে। একটুও সময় নষ্ট না করে গভীর রাতেই জরুরি ভিত্তিতে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ড. ঋতম রায়, ড. অসীম সরকার এবং একদল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক জেনারেল অ্যানাস্থেশিয়া দিয়ে ‘রিজিড ব্রঙ্কোস্কোপি’ পদ্ধতির সাহায্যে নিরাপদে আটকে থাকা বাদামটি বের করে আনেন। ইএনটি অপারেশন থিয়েটারের কর্মীরাও এই কাজে পূর্ণ সহযোগিতা করেন। সময়মতো সঠিক চিকিৎসার ফলে শিশুটি বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পায় এবং বর্তমানে সে সুস্থ রয়েছে।

খড়িবাড়িতে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সচেতনতা অভিযান, সোচ্চার পুলিশ ও শিক্ষকসমাজ

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ সামাজিক ব্যাধি রুখতে ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বার্তা পৌঁছাতে খড়িবাড়ি জেআর হিন্দি হাই স্কুলে আয়োজিত হল একটি বিশেষ বাল্যবিবাহ বিরোধী সচেতনতা শিবির। ‘বাল্যবিবাহ মুক্ত ভারত’ অভিযানের অংশ হিসেবে কোশী লোক মঞ্চের উদ্যোগে এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ আধিকারিক ও স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা উপস্থিত থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক ও আইনগত পরিণতি তুলে ধরেন।কোশী লোক মঞ্চের জেলা প্রতিনিধি রোশনি রায় জানান, বাল্যবিবাহ শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্বাভাবিক বিকাশে বড় বাধা। দেশে ১৮ বছরের
কম বয়সী মেয়েদের বিয়ে দেওয়া বেআইনি এবং তা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। এমন অপরাধে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি পরিস্থিতি ভেদে পকসো আইনেও মামলা হতে পারে।অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষার্থীরা নিজেদের এলাকাকে বাল্যবিবাহ মুক্ত রাখার এবং সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার শপথ নেয়। কোথাও অপ্রাপ্তবয়স্কের বিয়ের খবর পেলে তা অবিলম্বে প্রশাসনকে জানাতে বলা হয়। এর জন্য জরুরি নম্বর ১১২ অথবা চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮-এ যোগাযোগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, পুলিশ ও সামাজিক সংগঠনের এই যৌথ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা।

নাবালিকা বিয়ে বন্ধে পুলিশের তৎপরতা, বিয়ের আসর থেকে গ্রেপ্তার বর

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ নাবালিকাকে বিয়ে করতে এসে বিয়ের মণ্ডপ থেকেই পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হতে হল বরকে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ফারাক্কার বেনিয়াগ্রাম এলাকায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নাবালিকার বয়স সংক্রান্ত নথি খতিয়ে দেখে এবং তৎক্ষণাৎ বিয়ে বন্ধ করে দেয়।ঘটনাস্থল থেকেই বরকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি

নাবালিকাকেও হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। এই ঘটনায় যুক্ত অন্যান্যদের ভূমিকা এবং নাবালিকার সঠিক বয়স খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশের পর নাবালিকা বিবাহ রোধে প্রশাসন অত্যন্ত কড়া অবস্থান গ্রহণ করেছে। পুলিশ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, এ ধরনের আইনবিরোধী কাজ কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রশাসনিক এই দ্রুত পদক্ষেপ ও তৎপরতাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 11-09-2026 22:25 Page 6

প্রধান শিক্ষক নিগ্রহ

অভিযুক্ত ছাত্রদের টিসির নির্দেশ

নয়া জামানা, ময়নাগুড়িঃ জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ওপর হামলার ঘটনায় কড়া অবস্থান নিল রাজ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তর। শুক্রবার জলপাইগুড়ি সফরে এসে রাজ্য স্কুল শিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মন অভিযুক্ত ছাত্রদের অনতিবিলম্বে স্কুল থেকে স্থানান্তরণ সনদ বা টিসি দেওয়ার নির্দেশ দেন। জেলা পরিদর্শককে নির্দেশ দিয়ে মন্ত্রী জানান, শনিবারের মধ্যে এই হামলার সঙ্গে জড়িত সমস্ত ছাত্রকে চিহ্নিত করে তাদের হাতে টিসি তুলে দিতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের হিংসাত্মক

আচরণ কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না বলে স্পষ্ট বার্তা দেন মন্ত্রী। তবে অভিযুক্ত ছাত্রদের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, তারা যাতে অন্য কোনো স্কুলে ভর্তি হয়ে তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে, সেই বিষয়ে অন্য স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে হবে। সরকারের এই দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপে জেলার শিক্ষামহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

শিলান্যাসের পর থমকে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজ, ময়নাগুড়িতে ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়িঃ ৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণের জন্য শিলান্যাস করা হয়েছিল বেশ কয়েক মাস আগে। কিন্তু জমি জটিলতার কারণে এখনও নির্মাণকাজ শুরু না হওয়ায় চরম অসন্তোষ ছড়িয়েছে ময়নাগুড়ির ১ নম্বর ওয়ার্ডের পেটকাটি এলাকায়। জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ময়নাগুড়ির বিধায়ক ডালিম রায় ও ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সীতেশ বরের উপস্থিতিতে জুলাই মাসে এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হলেও, বর্তমান পরিস্থিতি দেখে ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা। এমনিতেই দিনমজুর ও নিম্নবিত্ত পরিবারের বসবাস এই এলাকায়। সামান্য চিকিৎসার জন্য ময়নাগুড়ি হাসপাতালে যেতে টোটো ভাড়ার অতিরিক্ত অর্থ খরচ হয় তাঁদের। সেখানে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি হলে ভিড় এড়িয়ে বিনামূল্যে প্রাথমিক চিকিৎসা ও ওষুধ মিলবে, এই আশায় এতদিন প্র প্রহর গুনছিলেন সনোবালা রায়, আরতী রায়, অনিমা সরকারের

মতো বাসিন্দারা। তাঁদের স্পষ্ট দাবি, দ্রুত সমস্যার সমাধান করে কাজ শুরু করা হোক। অন্যদিকে, প্রকল্পের থমকে যাওয়া নিয়ে প্রশাসনিক চাপানউতোরও স্পষ্ট। ময়নাগুড়ির ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সীতেশ বর জানান, মূলত জমির কিছু জটিলতার কারণেই কাজ আটকে রয়েছে। বিষয়টি বিধায়ককে জানানো হয়েছে এবং সবুজ সংকেত মিললেই নির্মাণকাজ শুরু হবে। তবে বিতর্কের সূত্রপাত অন্য জায়গায়। পেটকাটি এলাকায় ফেব্রুয়ারি মাসের একটি পুরনো বোর্ডে ওয়ার্ক অর্ডারের তারিখ দেখা যাচ্ছে, অথচ রাজ্য প্রশাসনের পালাবদলের পর একই স্থানে পুনরায় বিধায়ককে দিয়ে শিলান্যাস করানো হয়। এমনকি, ময়নাগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান মনোজ রায়ের অভিযোগ, পুর এলাকায় এত বড় একটি প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও পুরসভাকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছুই জানানো হয়নি। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক এই টানাপোড়েনের মাঝে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজ কবে শুরু হবে, তা নিয়েই এখন বড় প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে।

সিভিক ভলান্টিয়ার হত্যা মামলায় নয়া মোড়, পুনরায় নিরপেক্ষ তদন্তের নির্দেশ দিল আদালত

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, ইসলামপুরঃ ইসলামপুরের বিতর্কিত সিভিক ভলান্টিয়ার সাকিব আক্তার খুন মামলায় নতুন করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। দীর্ঘদিন পর আদালতের এই রায়ে ইসলামপুরের মাটিকুণ্ডা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আদালতের হস্তক্ষেপের ফলে এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে থাকা প্রকৃত অপরাধীরা শেষ পর্যন্ত চিহ্নিত হবে কি না, তা নিয়ে এখন স্থানীয়দের মধ্যে জল্পনা তুঙ্গে। ঘটনাটি ঘটেছিল ২০২৩ সালের ৮ মার্চ সন্ধ্যায়। মাটিকুণ্ডা এলাকায় রাজনৈতিক সংঘর্ষ চলাকালীন নিজের বাড়িতেই গুলিবিদ্ধ হন সিভিক ভলান্টিয়ার সাকিব আক্তার। পরবর্তীতে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হলে রাজ্য রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

বাজেট ছাঁটাইয়ে রায়গঞ্জে থিমের বদলে সাবেকি দুর্গাপ্রতিমার প্রাধান্য

শুভজিৎ দাস, নয়া জামানা, রায়গঞ্জঃ পুজো আসতে আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। রায়গঞ্জের কুমোরপাড়ায় এখন নাওয়া-খাওয়ার ফুরসত নেই মৃৎশিল্পীদের। মাটির গন্ধ, খড়ের কাঠামোয় লেপন আর তুলির শেষ টানে ব্যস্ত সময় পার করছেন তারা। তবে এবছর রায়গঞ্জের পুজোয় দেখা যাচ্ছে এক অন্য ছবি। প্রতিবছরের মতো থিমের চমক নয়, বরং সাবেকি মায়ের মুখই বেশি জায়গা করে নিয়েছে এখনকার চালচিত্রে।

মূর্তি গড়ছেন মৃৎশিল্পী ভানুপাল

কুমোরপাড়ার শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এবার রায়গঞ্জে প্রায় ৭০ শতাংশ দুর্গাপ্রতিমার বায়নাই এসেছে সাবেকি বা চিরাচরিত শৈলীর।

এই পরিবর্তনের নেপথ্যে রাজ্য রাজনীতির কোনও প্রভাব রয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও স্থানীয় প্রবীণ মৃৎশিল্পী ভানু পাল সেই তত্ত্ব সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন। তাঁর মতে, এর মূল কারণ অর্থনৈতিক। সরকারি অনুদান পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকায় অধিকাংশ পুজো কমিটি বাজেট কমিয়ে দিয়েছে। থিমের মূর্তি তৈরিতে খরচ অনেকটাই বেশি হয়, অথচ সাবেকি প্রতিমায় ব্যয় তুলনামূলক কম। বাজেট কাটছাঁটের প্রভাব সরাসরি পড়েছে প্রতিমার পছন্দের ওপর। একই সুর শোনা গেল অন্য মৃৎশিল্পী বাপি সাহার কণ্ঠেও। তিনি জানান, এবার দু-একটি থিমের মূর্তি তৈরি হলেও সেগুলোতে শালীনতা বজায় রাখা হচ্ছে এবং কোনও বিকৃতির সুযোগ রাখা হয়নি। মায়ের এই চিরাচরিত রূপ ফিরিয়ে আনাকে ইতিবাচক পদক্ষেপ বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা। অন্যদিকে পুজো কমিটিগুলোও সাবেকিয়ানাকে প্রাধান্য দিতে শুরু করেছে। রায়গঞ্জের অরবিন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্য শ্যামল চক্রবর্তী জানান, তারা এবার জল সংরক্ষণের বার্তা নিয়ে থিমের মণ্ডপ গড়লেও প্রতিমার ক্ষেত্রে চিরাচরিত রূপকেই ধরে রাখছেন। সব মিলিয়ে, এবার রায়গঞ্জে থিমের জাঁকজমকের চেয়ে সাবেকিয়ানা ও ভক্তির টানই বেশি নজর কাড়তে চলেছে।

মাটিগাড়ায় বেআইনি কল সেন্টার থেকে গ্রেফতার ৯

নয়া জামানা, শিলিগুড়িঃ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের এক বিশাল বাহিনী মধ্যরাতে মাটিগাড়ার দুটি তথ্যপ্রযুক্তি পার্কে একযোগে বড়সড় অভিযান চালায়। গোপন সূত্রে বেআইনি কল সেন্টার চালনার খবর পেয়ে প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ জন পুলিশকর্মী ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা দুটি দলে ভাগ হয়ে এই তল্লাশি শুরু করেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছাতেই কয়েকজন কর্মী পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তবে হাতেনাতে ৯ জনকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়। অভিযানে একাধিক সন্দেহভাজন কল সেন্টার সিল করে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে বিপুল

পরিমাণ মোবাইল ফোন, কম্পিউটার এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। তদন্তকারীরা জানান, দীর্ঘদিন ধরেই এই কেন্দ্রগুলির বিরুদ্ধে নজরে রাখা হচ্ছিল। বেআইনি কল সেন্টারগুলির মাধ্যমে কী ধরনের আর্থিক প্রতারণা বা অবৈধ কাজ চলছিল এবং এই চক্রের পেছনে অন্য কোনো বড় মাথা জড়িত রয়েছে কি না, তা জানতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুরো ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শুরু করেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ।

এনজেপি স্টেশনে কোটি টাকার ইয়াবা সহ ধৃত ৪ পাচারকারী

নয়া জামানা, শিলিগুড়িঃ নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) স্টেশনের ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মে যৌথ অভিযান চালিয়ে আনুমানিক এক কোটি টাকা মূল্যের আড়াই কিলোগ্রাম ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করল পুলিশ। এই ঘটনায় দুই মহিলা সহ মোট চারজন পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গোপন সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি স্পেশাল টাস্ক ফোর্স, শিলিগুড়ি জিআরপির এসওজি এবং এনজেপি জিআরপির সাদা পোশাকের পুলিশ একযোগে এনজেপি স্টেশনের ট্রেনের এসি কামড়ায় অভিযান চালায়। সন্দেহভাজন চারজনকে আটক করে তল্লাশি চালানো হলে তাঁদের তিনটি পিঠব্যাগ ও একটি লেডিজ ব্যাগ থেকে বিপুল পরিমাণ এই মাদক উদ্ধার হয়। ধৃতরা হলেন কোচবিহারের বাসিন্দা রোজিনা খাতুন, লাভলী বিবি, সৈয়ফুল হক ও ইসমাইল আলী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আসাম থেকে ট্রেনে চেপে শিলিগুড়ি এসে কোচবিহারে মাদক পাচারের পরিকল্পনা ছিল তাঁদের। উদ্ধার হওয়া ইয়াবা কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 11-09-2026 22:25 Page 7

ব্রিকস সম্মেলনের আগে নাশকতার ছক!

পাক-মদতপুষ্ট ভাট্টি নেটওয়ার্ক নিয়ে সতর্ক দিল্লি

নয়া জামানাঃ আসন্ন ব্রিকস সম্মেলন ২০২৬-কে সামনে রেখে রাজধানী দিল্লি ও সংলগ্ন সীমান্ত এলাকায় বড়সড় নাশকতার ছক কষা হচ্ছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে ভারতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। এই ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে পাকিস্তান-মদতপুষ্ট জঙ্গিগোষ্ঠী শাহজাদ ভাট্টি নেটওয়ার্কের হাত রয়েছে বলে সন্দেহ। প্রথমবারের মতো পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর হ্যান্ডলার শাহজাদ ভাট্টিকে বিশেষ থ্রেট-অ্যাসেসমেন্ট অ্যাডভাইসরিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।গোয়েন্দাদের আশঙ্কা, উচ্চপ্রোফাইল এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন চলাকালীন কম মাত্রার নাশকতামূলক হামলা চালিয়ে আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করতে পারে এই নেটওয়ার্ক। সীমান্তপারের নির্দেশে স্থানীয় অনুচরদের ব্যবহার করে সংবেদনশীল এলাকায় রেকি, অবৈধ অস্ত্র সংগ্রহ এবং জনবহুল স্থান চিহ্নিতকরণের চেষ্টা চলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে রাজধানীজুড়ে নজরদারি বহু গুণ বাড়ানো হয়েছে এবং সন্দেহভাজন গতিবিধির বিরুদ্ধে চিরুনি তল্লাশি

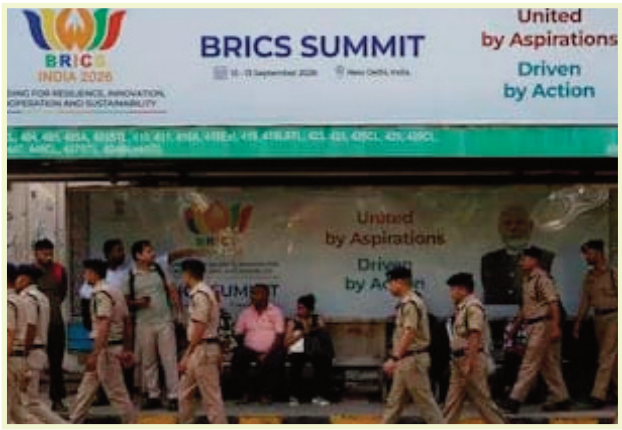

শুরু হয়েছে।স্বাধীনতা দিবসের ঠিক আগে ১২ অগস্ট কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ও রাজ্য পুলিশের যৌথ অভিযানে দেশের ১৪টি রাজ্যে একযোগে হানা দেওয়া হয়। এই অভিযানে ২৫৩ জন সন্দেহভাজনকে আটক করা হয় এবং বিপুল পরিমাণ আইইডি, পাকিস্তান অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরির সিলমোহরযুক্ত হ্যান্ড গ্রেনেড, পিস্তল ও কার্তুজ উদ্ধার হয়। ইতিমধ্যে ৮০টিরও বেশি এফআইআর দায়ের হয়েছে এবং ২০০-র বেশি অভিযুক্ত গ্রেফতার হয়েছেন।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মতে, আইএসআই-সমর্থিত এই নেটওয়ার্ক অতীতে একাধিক গ্রেনেড বিস্ফোরণ ও টার্গেট কিলিংয়ে জড়িত ছিল। সাম্প্রতিক অভিযানে নেটওয়ার্কের মূল কাঠামো ভেঙে পড়লেও কিছু স্লিপার সেল এখনও সক্রিয় থাকতে পারে বলে আশঙ্কা। তাই বিশ্বনেতাদের উপস্থিতিতে সম্মেলন চলাকালীন নিরাপত্তা বলয় নিশ্ছিদ্র রাখতে কোনও ফাঁক রাখতে চাইছে না গোয়েন্দারা।

এআইকে অস্ত্র বানিয়ে মারণাস্ত্রের ছক হাউথিদের

নয়া জামানা ঃ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে হাতিয়ার করে মারণাস্ত্রে সেজে উঠছে মধ্যপ্রাচ্যের সশস্ত্র সংগঠনগুলি! সম্প্রতি এমনই চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট প্রকাশ করল মার্কিন এআই সংস্থা অ্যানথ্রোপিক। সম্প্রতি এক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ইরান সমর্থিত ইয়েমেনের হাউথি সংগঠন সম্ভবত গাইডেড মিসাইলের সফটওয়্যার তৈরির জন্য অ্যানথ্রোপিকের এআই চ্যাটবট ক্লাউড ব্যবহার করছে। রিপোর্ট সত্য হলে, এই ঘটনা শুধু ইজরায়েল নয়, গোটা বিশ্বের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, এআই-এর এই অপব্যবহার যে কোনও সন্ত্রাসী সংগঠনের হাতে চলে যেতে পারে।গত বৃহস্পতিবার ১৫৪ পাতার একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে অ্যানথ্রোপিক। সেখান থেকেই উঠে এসেছে এই সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। সংস্থার দাবি বেশ কয়েকটি দেশ ও গোষ্ঠী তাদের ক্লাউডের অপব্যবহার করার চেষ্টা করছে ইয়েমেন ভিত্তিক একটি সশস্ত্র গোষ্ঠী ক্লাউড কোডের অপব্যবহারের চেষ্টা করেছে। কারও নাম না নিলেও ইঙ্গিত যে হাউথিদের দিকে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ক্লাউড কোডের সাহায্যে গাইডেড ক্ষেপণাস্ত্র এবং অন্যান্য ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির জন্য দিক নির্দেশনা, নেভিগেশন ও সফটওয়্যার তৈরি কাজ করা হয়ে থাকে।অ্যানথ্রোপিক জানিয়েছে, হাউথিরা ২,০০০ কিলোমিটারেরও বেশি পাল্লার একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং হাইপারসনিক গ্লাইড ভেহিকেলযুক্ত ক্ষেপণাস্ত্রের একটি সংস্করণও তৈরি করছিল। এটা তৈরি করতে তারা সক্ষম হয় ক্লাউডের সাহায্যে। তবে এই ধরনের অস্ত্র তারা সফলভাবে তৈরি করতে পেরেছে এমন কোনও তথ্য নেই। জানা গিয়েছে, এই ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করেছিল হাউথি। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়।সংস্থার আরও দাবি, হতে পারে ওই সশস্ত্র সংগঠন বিপুল পরিমাণ ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। যা নিখুঁত লক্ষ্যে আঘাত হানার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নিচ্ছে তারা। শুধু তাই নয়, রিপোর্টে আরও জানানো হয়েছে, বিভিন্ন দেশের সরকার ও সংগঠন নজরদারি চালাতে ও বিপজ্জনক জৈব অস্ত্র তৈরি করতে ক্লাউড ব্যবহার করছে। যা সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিভিন্ন গোষ্ঠী, অপরাধী ও গুপ্তচর সংস্থা ক্লাউড ব্যবহারের চেষ্টা করেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অবশ্য সেই অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ২০২৫-এর ডিসেম্বর থেকে ২০২৬-এর আগস্টের মধ্যে কতবার এই প্রযুক্তির অপব্যবহারের চেষ্টা হয়েছে সে তথ্যও তুলে ধরেছে অ্যানথ্রোপিক।

ব্রিকসের আগে রাশিয়ার সঙ্গে বিমান চুক্তি, ১০৫ উড়ান কিনছে ভারত

নয়া জামানা ঃ অসামরিক বিমান চলাচল সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ করতে চলেছে ভারত। ব্রিকস সম্মেলনের আগেই মস্কোর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি করতে চলেছে দেশের একাধিক বিমান সংস্থা। প্রস্তাবিত এই চুক্তির আওতায় রাশিয়ার বিমান নির্মাণকারী সংস্থার থেকে ১০৫টি আঞ্চলিক যাত্রীবাহী বিমান কেনা হবে।রাশিয়ার ইউনাইটেড এয়ারক্রাফট কর্পোরেশনের (ইউএসি) আই এল - ১১৪ - ৩০০ আঞ্চলিক যাত্রীবাহী বিমান তৈরি করে। মনে করা হচ্ছে, দুই দেশের চুক্তিতে রাশিয়ার এই উড়ান নির্মাণকারী সংস্থার সঙ্গে ভারতীয় বিমান সংস্থাগুলি গাঁটছড়া বাঁধতে পারে। ইউএসি-র সিইও ভাদিম বাদেখা জানিয়েছেন, গত ছয় মাসে ভারতীয় অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। নয়া দিল্লিতে আয়োজিত ইনোপ্রম ইন্ডিয়া প্রদর্শনীর সময় বেশ কয়েকটি চুক্তি চূড়ান্ত হতে পারে।প্রস্তাবিত চুক্তিগুলির মধ্যে রয়েছে পিনাকল এয়ারের জন্য ৫০টি আইএল-১১৪-৩০০ বিমান, এয়ার কেরলের জন্য ২০টি পর্যন্ত বিমান এবং স্লিক এভিয়েশনের সঙ্গে স্বাক্ষরিত মউ (এমওইউ)-এর আওতায় আরও ৩৫টি বিমান। উল্লেখ্য, গত জানুয়ারি মাসে ছয়টি আইএল ১১৪-৩০০ বিমান সরবরাহের বিষয়ে ভারতীয় কোম্পানি ফ্ল্যামিঙ্গো অ্যারোস্পেস-এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল ইউএসি। হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত উইংস ইন্ডিয়া এভিয়েশন প্রদর্শনী চলাকালে উভয় পক্ষ এই চুক্তি স্বাক্ষর করে।বিমান উৎপাদন ও বিক্রয়কেন্দ্র হিসাবে ভারতের দিকে নজর রয়েছে রাশিয়ার। ইউএসি-র তথ্য অনুযায়ী, এসজে-১০০ রিজিওনাল জেটের স্থানীয় (ভারতের মাটিতে) উৎপাদনের বিষয়ে আলোচনা প্রায় ৮০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। খুব শীঘ্রই এই সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

সাত বছর পর ভারতে শি জিনপিং

অস্বস্তিতে বাংলাদেশ

নয়া জামানা ঃ দীর্ঘ অনিশ্চয়তা ও কূটনৈতিক টানাপোড়েনের পর অবশেষে ভারত সফরে আসছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী শনিবার ৪০০-রও বেশি প্রতিনিধি নিয়ে দিল্লিতে পা রাখবেন তিনি।

আগামী ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন তিনি, সঙ্গে থাকছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সম্ভাবনাও।

২০১৯ সালে মামল্লপুরমে অনানুষ্ঠানিক ভারত-চিন শীর্ষ বৈঠকের পর এই প্রথম ভারতে পা রাখছেন জিনপিং। সাত বছরের এই বিরতির অবসানকে দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মোড় হিসেবে দেখছে কূটনৈতিক মহল। প্রসঙ্গত, গত ২৪-২৫ আগস্ট বেজিংয়ে অনুষ্ঠিত ২৫তম স্পেশাল রিপ্রেজেন্টেটিভস বৈঠকে সীমান্ত সমস্যা সমাধান নিয়ে আলোচনা হয়, যেখানে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালও উপস্থিত ছিলেন। ২০২০ সালে সীমান্ত সংঘাতের জেরে বন্ধ হয়ে যাওয়া ভারত-চিন সীমান্ত বাণিজ্য সাম্প্রতিক সময়ে ফের চালু হলেও তার গতি এখনও সেভাবে বাড়েনি এই বৈঠকের মধ্য দিয়ে বাণিজ্যিক সম্পর্কেও নতুন গতি আসতে পারে বলে মনে করছে।তবে এই ঘটনাক্রম অস্বস্তিতে ফেলেছে বাংলাদেশকে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ব্রিকস সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বিমসটেক চেয়ারম্যান হিসেবে, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়-একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবীর। ফলে

ঢাকা জানিয়ে দিয়েছে, তারা এই সম্মেলনে কোনও সরকারি প্রতিনিধি পাঠাবে না। বরং উপযুক্ত সময়ে দ্বিপাক্ষিক সফরের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ প্রশাসন।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 11-09-2026 22:25 Page 8

ডার্বির পরেই ছন্দপতন, সুপার সিক্সে ইউনাইটেডের কাছে আটকে ইস্টবেঙ্গল

নয়া জামানা ঃ ডার্বির সাফল্যের সৌরভ ফিকে হয়ে গেল সুপার সিক্সের ম্যাচে। চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে ইউনাইটেড এসসির বিরুদ্ধে গোলশূন্য ভাবে ড্র হল ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ। ফলে কলকাতা লিগে বড়সড় ধাক্কা লাল-হলুদ বাহিনীর জন্য। গ্রুপ পর্বের পয়েন্ট সুপার সিক্সে যুক্ত হবে না। অন্যদিকে মোহনবাগান আগের ম্যাচেই ৫-১ গোলে জিতেছে। এদিন ভবানীপুরের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জিতল মহামেডান। ফলে ঘরের মাঠে ম্যাচ ড্র করে সব দিকে থেকেই চাপে পড়ল অর্চিষ্মান বিশ্বাসের ছেলেরা।গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে মোহনবাগানের সিনিয়র দলের বিরুদ্ধে ড্র করেছিল ইস্টবেঙ্গলের বাঙালি ব্রিগেড। সুপার সিক্সের প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ ছিল লালকমল ভৌমিকের দল ইউনাইটেড এসসি। লড়াই সহজ হবে না, জানা কথাই ছিল। তার উপর চাকু মান্ডি, মনোতোষ মাজি, বিক্রম প্রধানরা দলে ছিলেন না। ডিফেন্সে অঙ্কন ভট্টাচার্য, মনোতোষ চাকলাদাররা কোনও ভুল করেননি। গোলকিপার গৌরব সাউও অপ্রতিরোধ্য ছিলেন। কিন্তু মাঝমাঠে-আক্রমণে চাকু, বিজয় মুর্মুদের অভাব ভালো করেই টের পাওয়া গেল।ডার্বিতে গোল করে নায়ক হয়েছিলেন বিলাল। তার পুরস্কার হিসেবে এদিন শুরু থেকেই দলে ছিলেন। কিন্তু শুধু গতিতে বিপক্ষকে পরাস্ত করা যায় না। সুযোগ কাজে লাগাতে হয়। অনন্তু, আকাশ হেমরামরা নিষ্প্রভ। বৃষ্টিতে মাঠ এমনিতেই ভারী হয়ে ছিল। তার উপর ইউনাইটেড গোলকিপার সৌরভ সামন্ত অসামান্য সেভ করেন। ৪০ মিনিটে বিলালের শট বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁচান সৌরভ। প্রথমার্ধ গোলশূন্য ছিল। দ্বিতীয়ার্ধেও ফিনিশিংয়ের অভাবে ভুগল ইস্টবেঙ্গল। শেষের দিকে কিছু ছন্নছাড়া ক্রস ভেসে আসে ইউনাইটেডের বক্সে। সেগুলো আটকাতে খুব একটা সমস্যায় পড়েননি সৌরভ। ম্যাচের পর লাল-হলুদ কোচ স্বীকার করে নেন, ডার্বির পর দলের মধ্যে আত্মতুষ্টি ঢুকে গিয়েছিল। তবে এখনও দুটো ম্যাচ আছে। আমরা হাল ছাড়ছি না।অন্যদিকে নৈহাটিতে ভবানীপুরের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জিতল মহামেডান। গোল করেছেন ফারদিন আলি মোল্লা ও ইসরাফিল দেওয়ান। সুপার সিক্সে ৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে মোহনবাগান। সমসংখ্যক পয়েন্ট নিয়ে গোলপার্থক্যে দ্বিতীয় স্থানে মহামেডান।

চোটের বাড়বাড়ন্ত, আফগান সিরিজের আগে কড়া সিদ্ধান্তের পথে বোর্ড

নয়া জামানা ঃ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রস্তুতি বৃহস্পতিবার থেকেই শুরু করে দিয়েছে ভারত।দিল্লিতে প্রথম দিনের অনুশীলনে হাজির ছিলেন ১০ জন ক্রিকেটার।শুক্রবারের মধ্যে বাকিদেরও যোগ দেওয়ার কথা। তার মধ্যেই বিসিসিআইয়ের অন্দরে বড় সিদ্ধান্ত। দলের ফিজিও কমলেশ জৈনকে সরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। ইতিমধ্যেই তিনি ইস্তফাপত্র দিয়ে দিয়েছেন বলে খবর।ভারতীয় ক্রিকেটাররা বারবার চোট পাওয়ায় কমলেশের কাজ নিয়ে গত কয়েক মাস ধরেই প্রশ্ন উঠছিল। দলের কোচিং স্টাফের মধ্যেও অসন্তোষও ক্রমশ বাড়ছিল। গত ৬ থেকে ৮ মাস ধরে তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে আলোচনা চলছিল বলে খবর। ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল কোচ গৌতম গম্ভীর এবং প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকরের মধ্যেও। ঘন ঘন চোটের কারণে আগামী ওয়ানডে বিশ্বকাপের পরিকল্পনাতেও সমস্যা তৈরি হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত কমলেশকে সরানোর সিদ্ধান্ত নিল বোর্ড।বিসিসিআইয়ের এক কর্তা সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে বলেছেন, কমলেশের নোটিস পিরিয়ড চলছে। এশিয়ান গেমসে যে ভারতীয় দল খেলবে, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধেও মূলত সেই দলই নামবে। তবে এশিয়ান গেমস পর্যন্ত ফিজিও এবং স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচের পদে কোনও পরিবর্তন করা হবে না। এ হেন কমলেশ দিল্লিতে ভারতীয় দলের সঙ্গে নেই বলে খবর। এ দিকে ভারতীয় শিবিরে এখনও যোগ দেননি পেস বোলিং কোচ মর্নি মর্কেল। শ্রীলঙ্কা থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে গিয়েছেন তিনি।তাঁর ওয়ার্ক ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়াতেই এই সমস্যা। বোর্ডের ওই কর্তা জানিয়েছেন, মর্কেলের ওয়ার্ক ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। নতুন ভিসার আবেদন করার জন্যই ওকে দেশে ফিরতে হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, কয়েক দিনের মধ্যেই ভিসা সংক্রান্ত সমস্যা মিটে যাবে। কয়েক দিনের মধ্যেই ভারতীয় দলের সঙ্গে যোগ দেবেন।চোট সারিয়ে দলে ফিরেছেন ওয়াশিংটন সুন্দর। বৃহস্পতিবার অনুশীলনও করেছেন তিনি।আফগানিস্তান সিরিজে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছেন জশপ্রীত বুমরাহ এবং নীতীশ রেড্ডিও। শুক্রবার তাঁদের দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা। দলীপ ট্রফির ফাইনালে খেলা ঈশান কিষান, বৈভব সূর্যবংশী এবং তিলক বর্মাও শুক্রবার যোগ দিতে পারেন। প্রথম দিনের অনুশীলনে স্পিনারদের নিয়েও বিশেষ নজর ছিল গম্ভীরের। একটি স্টাম্প রেখে বেশ কিছুক্ষণ বল করানো হয় ওয়াশিংটন এবং বরুণ চক্রবর্তীকে। তাঁদের বোলিং খুঁটিয়ে দেখেন গম্ভীর এবং স্পিন বোলিং কোচ সাইরাজ বাহুতুলে।হর্ষিত রানার পরিবর্তে দলে ঢোকা যশ ঠাকুরও অনুশীলন করেন। প্রথম দিনের শিবিরে ছিলেন অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন, অক্ষর প্যাটেল এবং রবি বিষ্ণোই।

প্রায় ৪৫ মিনিট নেটে ব্যাট করেন অভিষেক। সাম্প্রতিক ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও নেটে তাঁকে বেশ সাবলীল দেখিয়েছে। বিষ্ণোই, বরুণ এবং দিল্লির স্পিনার হৃতিক শোকিনের বলে বেশ কয়েকটি আগ্রাসী শট খেলেন তিনি। তবে এই মুহূর্তে শিরোনামে কমলেশ জৈন। চার বছর পর টিম ইন্ডিয়া থেকে সরে যাচ্ছেন তিনি।

মার্তিনেজের উত্তরসূরি সুজুকি ভিলায় মুগ্ধ করছেন পাসিংয়েও

নয়া জামানা ঃ জাপানের তরুণ গোলরক্ষক জায়ন সুজুকি অ্যাস্টন ভিলায় যোগ দিয়েই নজর কাড়ছেন। এমিলিয়ানো মার্তিনেজের উত্তরসূরি হিসেবে দলে আসা ৬ ফুট ২ ইঞ্চি উচ্চতার এই কিপার শুধু গোল আটকানোয় নয়, দু'পায়ে নিখুঁত পাসিংয়েও সমান পারদর্শী।সিন্ট-ট্রুইডেনে তাঁর গোলকিপিং কোচ ছিলেন ডেনিস রুডেল। তাঁর ভাষায়, সুজুকির শারীরিক গঠন ও লাফানোর ক্ষমতা তিনি আগে কারও মধ্যে দেখেননি। উরাওয়া রেড ডায়মন্ডসের প্রাক্তন কোচ রিকার্ডো রদ্রিগেজও জানিয়েছেন, মাত্র ১৮ বছর বয়সেই ১২০ কেজির বেশি ওজন স্কোয়াটে তুলতে পারতেন সুজুকি। পেশিশক্তির জোরে প্রায় ৬০ মিটার দূরে বল ছোড়ার ক্ষমতাও রয়েছে তাঁর। একবার তাঁর থ্রো দেখে রুডেল ভেবেছিলেন পা দিয়ে শট মেরেছেন, পরে সুজুকি ইশারায় বুঝিয়ে দেন সেটি হাতের কাজ। মেজাজি চেহারার আড়ালে অবশ্য অত্যন্ত নম্র স্বভাবের মানুষ তিনি, ম্যানেজার থরস্টেন ফিঙ্কের রসিকতাও নিরীহভাবে সত্যি ভেবে নিয়েছিলেন একবার।এই মরসুমে পার্মা থেকে প্রায় ৩ কোটি ইউরোয় সুজুকিকে দলে নিয়েছে ভিলা, পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে যা আরও বাড়তে পারে। পিএসজির আগ্রহ থাকলেও তিনি বেছে নেন ভিলাকেই। আর্সেনাল ও হাল সিটির বিরুদ্ধে ম্যাচে নিখুঁত পাসে দলের আক্রমণ গড়ে দিয়েছেন। হাল সিটি ম্যাচে তাঁর পাসিং নির্ভুলতার হার ছিল ৯৪.৭ শতাংশ। পার্মার হয়ে সিরি আ-তে মূলত লম্বা পাসেই সীমাবদ্ধ থাকলেও ভিলায় এসে ছোট-মাঝারি-লম্বা সবরকম পাসেই দক্ষতা দেখাচ্ছেন তিনি। জাপানের প্রথম গোলরক্ষক হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলার কীর্তিও গড়েছেন।রুডেলের বিশ্বাস, বিশ্বের সেরা পাঁচ গোলরক্ষকের তালিকায় শিগগিরই জায়গা করে নেবেন সুজুকি।

ভারতের বিরুদ্ধে ব্রাজিলের ২৬ জনের দল, স্কোয়াডে ব্যালন ডিঅরের তিন দাবিদার

নয়া জামানা ঃ বহু প্রতীক্ষার অবসান। ভারতের বিরুদ্ধে আসন্ন প্রীতি ম্যাচের জন্য ২৬ সদস্যের ব্রাজিল দল ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ৩ অক্টোবর কলকাতার বিবেকানন্দ যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মুখোমুখি হবে ভারত ও ব্রাজিল। কার্লো আনচেলত্তির বাছাই করা দলে রয়েছেন ব্যালন ডিঅরের জন্য মনোনীত তিন তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়র, রাফিনিয়া ও এনদ্রিক।ব্রাজিলের আক্রমণভাগে এই তিন তারকার সঙ্গে রয়েছেন এস্তেভাও, জোয়াও পেদ্রো, পেদ্রো, রায়ান ও সামুয়েল লিনো। মাঝমাঠে জায়গা পেয়েছেন ব্রুনো গিমারেস, দোগলাস লুইজ, আন্দ্রে সান্তোস, ব্রেণো বিদন, দানিলো সান্তোস ও গ্যাব্রিয়েল বোন্তেম্পো। রক্ষণে অভিজ্ঞ গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েস ও মার্কিনিয়োসের সঙ্গে রয়েছেন অর্থার দিয়াস, জাইর, মাথেউজিনিয়ো, মাউরো জুনিয়র, ভিটর রেইস ও ওয়েসলি। গোলরক্ষক হিসেবে দলে রয়েছেন উগো সোজা, পেদ্রো মরিসকো ও ওতাভিও।কলকাতায় নামার আগে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২৫ ও ২৯ সেপ্টেম্বর দুটি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। টাউনসভিল ও ব্রিসবেন সফর শেষে কলকাতায় এসে ভারতের মুখোমুখি হবে তারা।এই ম্যাচ ঘিরে ইতিমধ্যেই ভারতীয় ফুটবলমহলে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে। বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ফুটবল দলের বিরুদ্ধে নিজেদের সামর্থ্য যাচাইয়ের বড় সুযোগ পাবে খালিদ জামিলের ভারত। বিশেষ করে ব্রাজিলের একঝাঁক তারকার বিরুদ্ধে মাঠে নামা ভারতীয় ফুটবলারদের জন্যও এটি হবে গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা।ব্রাজিলের এই সফরকে ঘিরে কলকাতার ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে বিশেষ প্রত্যাশা রয়েছে। যুবভারতীর গ্যালারিতে দুই দেশের সমর্থকদের উপস্থিতিতে ম্যাচটি উৎসবের আবহ তৈরি করতে পারে। আন্তর্জাতিক ফুটবলের বড় তারকাদের সামনে ভারতীয় দলের পারফরম্যান্সও থাকবে নজরে। আনচেলত্তির দলের শক্তি, গতি ও আক্রমণাত্মক ফুটবলের মোকাবিলা করে খালিদ জামিলের দল কতটা সংগঠিত থাকতে পারে, সেটিই হবে ম্যাচের অন্যতম আকর্ষণ। ফলে ম্যাচটি ঘিরে এখন থেকেই চড়ছে উন্মাদনার পারদ। কলকাতায় অপেক্ষা এখন মাঠের লড়াইয়ের।

অস্কারের অভিযোগে ইস্টবেঙ্গলের অন্দরে বিতর্ক

নয়া জামানা ঃ ২২ বছর পর ইস্টবেঙ্গলকে ভারতসেরা করার অন্যতম কারিগর অস্কার ব্রুজো। বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ার একটি ক্লাবে কোচিং করাচ্ছেন স্প্যানিশ এই কোচ। এর মধ্যেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ম্যানেজমেন্ট ও কর্মকর্তাদের উদ্দেশে তাঁর একাধিক বিস্ফোরক মন্তব্যে তোলপাড় কলকাতা ময়দান।সোশ্যাল মিডিয়ায় ইস্টবেঙ্গলের একটি ফ্যান পেজে অস্কারের সমালোচনা ঘিরে বিতর্কের সূত্রপাত। তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে এক্স হ্যান্ডলের দীর্ঘ কমেন্টে ক্লাবের অন্দরমহল নিয়ে একাধিক অভিযোগ করেন প্রাক্তন কোচ। সেখানে এক মাস্টার-এর কথা উল্লেখ করে অস্কার দাবি করেন, আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলের শেষ ম্যাচের আগে ওই ব্যক্তি কয়েকজন সদস্যকে বলেছিলেন, রেফারি তাঁদের পক্ষে রয়েছেন। যদিও অস্কারের দাবি, ম্যাচে রেফারি নিরপেক্ষভাবেই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ভিতরে ভুল তথ্য ছড়াতেই এমন মন্তব্য করা হয়েছিল বলেও তাঁর অভিযোগ। তবে মাস্টার বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে, তাঁর নাম প্রকাশ করেননি অস্কার।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।